’১৯-এ প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হতে রাজি রাহুল

বার্কলে ও নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ মুখ ফুটে কথাটা বলতে তিনি সময় নিলেন ১৩ বছর। ২০০৪ সালে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেন রাহুল গান্ধি। আমেথি থেকে নির্বাচিত হয়ে সংসদে পা রাখেন। ২০১৩ সালে জয়পুরের চিন্তন শিবিরে তিনি কংগ্রেসের সহসভাপতির কুরসিতে বসেন। তারপর থেকে বহুবার তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু নিজমুখে একথা বলতে তাঁকে কোনোদিনই শোনা যায়নি। প্রতি পদে পদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তুলনা সত্ত্বেও নিজেকে সেভাবে মেলে ধরেননি কংগ্রেস সহসভাপতি। কিন্তু মঙ্গলবার বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সামনে তাঁর সাফ ঘোষণা, আমি কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হতে রাজি। তাঁর এই ঘোষণায় এটা স্পষ্ট, আগামী লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের তুরুপের তাস হতে চলেছেন রাজীব-সোনিয়া তনয়।

দলের কোর্টে বল ঠেলে রাহুল বলেন, এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কংগ্রেস নেতৃত্বই নেবেন। আমাদের দলের একটি সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়া রয়েছে এবং এই মুহূর্তে সেটা জারি রয়েছে। সূত্রের খবর, আগামী অক্টোবর মাসে দলের সাংগঠনিক নির্বাচনের পর সোনিয়া গান্ধির হাত থেকে সভাপতির দায়িত্বভার তুলে নেবেন রাহুল। রাহুলের উত্তরণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই কংগ্রেসের অন্দরে নানাবিধ জল্পনা চলছে। যদিও এখনও পর্যন্ত এব্যাপারে স্পষ্ট কোনো উত্তর মেলেনি। এদিন শুধু প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়েই নয়, নেহরু-গান্ধি পরিবারতন্ত্রের ধ্বজাধারী হিসেবে প্রতিনিয়ত তাঁর বিরুদ্ধে যে সমালোচনার বাণ নিক্ষেপ হয় তারও জবাব দেন কংগ্রেস সহসভাপতি। তিনি বলেন, পরিবারতন্ত্রের সমস্যাটা সমস্ত রাজনৈতিক দলেই রয়েছে। অখিলেশ যাদব, এমকে স্ট্যালিন, অভিষেক বচ্চন, সকলেই পরিবারতন্ত্রের ফসল। মুকেশ আম্বানি, অনিল আম্বানি এমনকি প্রেমকুমার ধুমালের ছেলে অনুরাগ ঠাকুরও পরিবারতন্ত্রের দৃষ্টান্ত। কাজেই শুধু আমাকে এ নিয়ে প্রশ্ন করাটা ঠিক নয়।

প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার হিসেবে নিজেকে তুলে ধরা এবং পরিবারতন্ত্রের সমালোচনার জবাব দেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই রাহুলকে একহাত নিয়েছে বিজেপি। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শা কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে রাহুল গান্ধির

ব্যর্থ নেতা, তোপ বিজেপি-র

নাম না করে বলেন, একজন ব্যর্থ রাজনৈতিক নেতার কথা ভারতে কেউ শুনতে চায় না। তাই তিনি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। অমিতের সাফ কথা, বিজেপি পরিবারতন্ত্রের রাজনীতিকে শেষ করে দিয়েছে। তার বদলে আমরা পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে রাজনীতি করার প্রবণতা শুরু করেছি। তাই কেউ কেউ এখন আমেরিকায় গিয়ে বক্তৃতা দিতে বাধ্য হচ্ছেন। অমিত শা-র পাশাপাশি রাহুলকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন কেন্দ্রীয় তথ্য-সম্প্রচারমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। তিনি বলেন, রাহুল গান্ধি পরিবারতন্ত্রের একজন ব্যর্থ উত্তরাধিকারী। ভারতের গণতন্ত্র মেধা ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে চলছে। আর এর সেরা উদাহরণ হলেন, আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপি সভাপতি। এরা কেউই রাজনৈতিক পরিবার থেকে উঠে আসেননি। রাহুল গান্ধিকে যে দেশের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে সেই ব্যর্থ রাজনৈতিক যাত্রার আখ্যান উনি আন্তর্জাতিক আঙিনায় তুলে ধরেছেন।

বিজেপি নেতা-নেত্রীরা যাই বলুন, রাহুল গান্ধি যেভাবে ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার হিসেবে তুলে ধরার তোড়জোড় শুরু করেছেন তাতে একটা বিষয় পরিষ্কার, এবার মোদির সঙ্গে তাঁর লড়াইটা সামনাসামনি-ই হবে। ২০১৪-র লোকসভা ভোটের সময় রাহুল গান্ধি ছিলেন কংগ্রেস তথা ইউপিএ-র অঘোষিত প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী। কিন্তু আগামী লোকসভা ভোটে মোদিকে হটাতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধীরা একজোট হওয়ার সলতে পাকাতে শুরু করে দিয়েছেন। তাতে অখিলেশ যাদব, লালুপ্রসাদ যাদব, ওমর আবদুল্লাদের পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও রয়েছেন। তাই শুধু কংগ্রেসে নয়, সমস্ত বিরোধী দলের সর্বসম্মত প্রার্থী হিসেবে তিনি নিজেকে কতটা তৈরি করতে পারেন সেই কৌশলও করায়ত্ত করতে হবে রাহুল গান্ধিকে। বিদেশিনি ইস্যুতে পিছিয়ে গেলেও মনমোহন সিংকে সামনে রেখে বিজেপি বিরোধীদের সঙ্গে নিয়ে ইউপিএ সরকার একটানা ১০ বছর চালানোর নজির তৈরি করেছিলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি। সেই পথে রাহুল কতটা সমর্থ হন সেদিকেই এখন তাকিয়ে তামাম বিরোধী শিবির।

শরদ যাদবের আবেদন খারিজ

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ নীতীশ কুমারের সঙ্গে দড়ি টানাটানির খেলায় প্রথম রাউন্ডে খানিকটা পিছিয়ে পড়লেন বিক্ষুব্ধ জেডিইউ নেতা শরদ যাদব। দলের প্রতীকের দাবি তুলে তাঁর গোষ্ঠী যে আবেদন করেছিল তা আজ নির্বাচন কমিশন খারিজ করে দিয়েছে। কারণ হিসেবে কমিশন জানিয়েছে, ওই আবেদনের সঙ্গে পর্যাপ্ত নথিপত্র জমা দেওয়া হয়নি। নির্বাচন কমিশন এক চিঠিতে জানিয়েছে, দলীয় প্রতীকের দাবি তুলে শরদ যাদব গোষ্ঠী যে আবেদন করেছিল তার সমর্থনে দলের কোনো সাংসদ বা বিধায়কের হলফনামা জমা দেওয়া হয়নি। বিহারে মহাজোট ভাঙার পর থেকে নীতীশের একের পর এক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়েছেন শরদ যাদব। তিনি ও তাঁর শিবির দাবি করেছে, তাঁরাই প্রকৃত জেডিইউ।

নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে একটি অনুষ্ঠানে বেলারুশের রাষ্ট্রপতি আলেকজান্ডার লুকাশেনকোর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী। - পিটিআই

নিন্দা বিজেপি-র, সমর্থন কংগ্রেসের

বার্কলের মঞ্চে নমোকে বিঁধলেন সোনিয়া-পুত্র

বার্কলে ও নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ এতদিন আন্তর্জাতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস ও বিরোধীদের আক্রমণ করতেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার তাঁকে আন্তর্জাতিক আঙিনায় কড়া সুরে বিঁধলেন কংগ্রেস সহসভাপতি রাহুল গান্ধি। যা শুনে বিজেপি নিন্দা করে বলেছে, বিশ্বের সামনে নমোকে বিঁধে কংগ্রেস সহসভাপতি প্রধানমন্ত্রী পদকেই অসম্মান করেছেন। এর জবাবে কংগ্রেসের বক্তব্য, যেকোনো গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করার অধিকার রয়েছে। রাহুল গান্ধি সেই কাজটুকুই করেছেন।

দুদিনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে এসে মঙ্গলবার বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের সম্মুখীন হয়েছিলেন কংগ্রেস সহসভাপতি। এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে নোট বাতিল থেকে কাশ্মীর ইশ্যু, অসহিষ্ণুতা থেকে বিদেশনীতি– সবকিছু নিয়েই মোদি সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান রাহুল। তিনি বলেন, বিজেপি এখন হিংসা, ঘৃণা এবং মেরুকরণের রাজনীতি করছে। গো-রক্ষকদের তাণ্ডব এবং সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশের হত্যার উল্লেখ করে রাহুল বলেন, এসব ঘটনা দেখে লক্ষ লক্ষ মানুষ মনে করছে, ভারত তাদের দেশ নয়। এদেশে তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। বিভেদ ও মেরুকরণের রাজনীতি মানুষকে কোণঠাসা করে দিচ্ছে এবং তাদের চরমপন্থার প্রতি ঝুঁকতে বাধ্য করছে। নোট বাতিল নিয়েও মোদিকে একহাত নেন রাহুল গান্ধি। তিনি বলেন, কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের ফলে দেশের আর্থিক বিকাশের হার কমে গিয়েছে। সংসদ এবং মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টার সঙ্গে কোনোরকম আলোচনা না করেই ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কৃষক থেকে সাধারণ মানুষ সবার জীবনে চরম বিপর্যয় নিয়ে এসেছে ওই সিদ্ধান্ত। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের নীতিগুলিই বর্তমান এনডিএ সরকার নিজেদের বলে চালিয়ে যাচ্ছে বলে খোঁচা দেন রাহুল।

কেন্দ্রের ভুল নীতির জন্যই কাশ্মীর আজ অশান্ত বলে অভিযোগ করেন তিনি। কংগ্রেস সহসভাপতির কথায়, আমরা যখন শুরু করেছিলাম তখন কাশ্মীরে রোজ অশান্তি হত। সন্ত্রাসবাদকে কিছুতেই জব্দ করা যাচ্ছিল না। কিন্তু আমরা যখন ক্ষমতাচ্যুত হলাম ততদিনে কাশ্মীর শান্ত হয়ে গিয়েছিল। আমরা সন্ত্রাসবাদীদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিলাম। জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে ৯ বছর ধরে মনমোহন সিং, পি চিদম্বরম, জয়রাম রমেশের মতো বরিষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে আড়ালে থেকে কাজ করেছিলাম। অথচ মোদি সরকার ক্ষমতায় আসতেই ফের অশান্ত হয়ে উঠল কাশ্মীর। পিডিপি-কে কাছে টানার বার্তা দিয়ে রাহুল বলেন, তরুণদের রাজনীতিতে আনার জন্য পিডিপি বরাবরই কাজ করেছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে জোট করতেই পিডিপি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে রাহুল বলেন, আমি বিরোধী দলের নেতা। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি আমারও প্রধানমন্ত্রী। উনি আমার থেকে অনেক ভালো জনসংযোগ করতে পারেন। মেক ইন ইন্ডিয়া এবং স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মতো পদক্ষেপগুলি যথেষ্ট প্রশংসনীয়। কিন্তু বিদেশনীতির ব্যাপারে মোদি সরকার যে পথে চলছে সেটা ঠিক নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার অর্থ রাশিয়া, ইরান এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করা নয়। রাহুলের অভিযোগ, আমার বিরুদ্ধে প্রায়ই বলা হয়, আমি নাকি রাজনীতির প্রতি আগ্রহী নই। বিজেপি-র দপ্তরে অন্তত ১০০০ লোক রয়েছে যারা প্রতিদিন কম্পিউটারের সামনে বসে থাকে আর আমাকে নির্বোধ এবং অযোগ্য বলে আক্রমণ করে। এদের নিয়ন্ত্রণ করছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী।

রাহুলের এহেন সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় তথ্য-সম্প্রচারমন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে যে কংগ্রেস সহসভাপতি সবার সামনে ছোটো করতে চাইবেন সেটা তো জানা কথা। কিন্তু দেশের মানুষের কাছে প্রত্যাখাত হয়ে উনি শেষপর্যন্ত বিদেশে গিয়ে কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন। স্মৃতির এই তোপকে অবশ্য পাত্তা দেননি কংগ্রেস নেতা আনন্দ শর্মা। তিনি বলেন, রাহুল গান্ধি নন, ভারতকে বিশ্বের দরবারে একাধিকবার যে ব্যক্তি অসম্মানিত করেছেন তিনি হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাহুল গান্ধি বরং দেশের সম্মান বৃদ্ধির কাজ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফরে গিয়ে বারবার বলেছেন, তিনি ক্ষমতায় আসার আগে ভারত নাকি দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল। রাহুল গান্ধি শুধু নিজের প্রকৃত সত্যিটা তুলে ধরেছেন। মানুষকে একটা নির্দিষ্ট পথে চিন্তা করতে বাধ্য করা হচ্ছে। অসুস্থ মানসিকতা যদি কারোর থেকে থাকে তবে তিনি হলেন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দল বিজেপি। এদিন বার্কলের মঞ্চে আত্মসমালোচনার ঢঙে কংগ্রেসের আচরণেরও নিন্দা করেন রাহুল। তিনি বলেন, আমরা ২০১২ সালের পর থেকে ঔদ্ধত্যে ডুবে গিয়েছিলাম। মানুষের সঙ্গে আলোচনা করাও ছেড়ে দিয়েছিলাম। দলকে নতুন করে গড়ে তুলতে হলে আমাদের আগামীদিনের রূপরেখা তৈরি করতেই হবে।

দল ছাড়ছেন প্রবীণ নেতারা

ভাইপোকে শীর্ষ পদে বসাতে চান মায়াবতী

লখনউ, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ নিজের ভাই আনন্দ কুমারকে দলের দায়িত্বপূর্ণ পদে বসানোর পর থেকেই বহেনজির (মায়াবতী)-র বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা দল থেকে বেরিয়ে বিজেপি-তে যোগদানের জন্য লাইন দিয়েছেন। ফলে বিএসপি-তে হঠাৎই এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে খবর। মায়াবতীর স্বজনপোষণ নীতিতে ক্ষুব্ধ সাধারণ সম্পাদক সতীশচন্দ্র মিশ্র বলেন, বহেনজি এরপর নিজের ভাইপোকে এনে দলের একটি শীর্ষ পদে বসাতে চলেছেন। উল্লেখ্য, মায়াবতীর ভাইপো আকাশ লন্ডন থেকে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাস করে সদ্য লখনউ পৌঁছেছেন। বিএসপি নেত্রী এতদিন সতীশচন্দ্র মিশ্রের উপরেই সবথেকে বেশি ভরসা করতেন। কিন্তু দলের এই সাধারণ সম্পাদক বর্তমানে মায়াবতীর বিশ্বাস হারিয়েছেন। সতীশচন্দ্র বলেন, ‘আমাদের নেত্রী এখন কাউকেই বিশ্বাস করেন না। সবসময়ই তাঁর ভয় পিছন থেকে কেউ বুঝি ছুরি মেরে দিল। তাই ভাইকে ইতিমধ্যেই দলের শীর্ষ পদে বসিয়েছেন এবং ভাইপোকেও এনে বসাচ্ছেন। তাঁর এই স্বজনপোষণের নীতিতে দল ভাঙনের মুখে পড়েছে।’ উল্লেখ্য, গত সংসদের অধিবেশনে রাজ্যসভার পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বর্তমানে আর কোনো সাংবিধানিক উচ্চ পদে নেই বহেনজি। রাজ্যসভায় বিএসপি-র যে সদস্য সংখ্যা তাতে তাঁর দলের কোনো ক্ষমতা নেই মায়াবতীকে ফের সদস্য করার। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের আগে কীভাবে দলকে মজবুত করা যায় তা নিয়ে বেশ চিন্তিত বহেনজি। এদিকে, বিএসপি সূত্রে খবর, দলের একাধিক শীর্ষ প্রবীণ নেতা ও জেলায় জেলায় দলিত কর্মীরা বিজেপি-তে যোগ দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই যোগাযোগ শুরু করেছেন।

শ্রমিকদের জন্য ইউনিক আইডি

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ শ্রম সংস্কারের পথে আরও একধাপ এগোল কেন্দ্রীয় সরকার। সংগঠিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের ইউনিক আইডি নম্বর বরাদ্দ করা হবে। আজ একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী সন্তোষ গাঙ্গোয়ার। এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য আগামী ১৪ তারিখ সমস্ত স্বীকৃত শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে কেন্দ্র। গাঙ্গোয়ার এও জানান, শ্রম সংস্কারের স্বার্থে এখনও পর্যন্ত ৪টি পুরোনো শ্রম আইন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

রোহিঙ্গা ইশ্যুতে কোণঠাসা মায়ানমারের পাশে ভারত-চিন

নয়াদিল্লি ও বেজিং, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ মায়ানমার সরকারের বক্তব্য, রাখাইনে জঙ্গি সংগঠন আরসার বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে সেনাবাহিনী। যদিও বাংলাদেশ সহ মুসলিম দেশগুলির দাবি, জঙ্গি নিধনের নামে রোহিঙ্গাদের দেশ ছাড়া করার চেষ্টা চলছে। একই বক্তব্য রাষ্ট্রসংঘের। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সংগঠনের মানবাধিকার শাখা জানিয়েছে, রাখাইনে যা চলছে তা জাতিগত নির্মূলীকরণের শামিল। মায়ানমার সরকারের উচিত অবিলম্বে সেনা অভিযান বন্ধ করা। অধিকাংশ দেশ মায়ানমারের সমালোচনায় সরব হলেও কিছুটা ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেছে ভারত ও চিন। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান শুরু হওয়ার পর মায়ানমার সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে আং সান সু কি-র সঙ্গে বৈঠকও করেন তিনি। কিন্তু শিখর বৈঠকে রোহিঙ্গাদের বিষয়টি সেভাবে গুরুত্ব পায়নি বলে বিভিন্ন মহলে অভিযোগ উঠেছে। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে থাকা প্রায় ৪০ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীকে দেশে ফেরত পাঠানো হবে। দিল্লির উদ্যোগের সমালোচনা করেছেন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের কমিশনার জায়েদ রাদ আল হোসেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, মানবিক কারণেই উদ্বাস্তুদের পাশে দাঁড়ানো উচিত ভারতের। যদিও সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। রাজনাথ সিংয়ের দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, দিল্লি শরণার্থী কনভেনশনের প্রস্তাবে সই করেনি। তাই আন্তর্জাতিক বিধিনিয়ম মানার বাধ্যবাধকতা ভারতের নেই।

মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কিরেন রিজিজু স্পষ্ট জানিয়েছেন, রোহিঙ্গাদের নিয়ে কারও কাছে পরামর্শ চাইছে না ভারত। দিল্লি এবিষয়ে নিজের সিদ্ধান্তেই অনড় রয়েছে। বেআইনি ভাবে এদেশে থাকা উদ্বাস্তুদের নিয়ম মেনে দেশে ফেরত পাঠানো হবে। তিনি আরও বলেন, গত কয়েকদশক ধরে বিশ্বের মধ্যে ভারতই সবথেকে বেশি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে। রোহিঙ্গাদের মায়ানমারে ফেরাতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দেবে কেন্দ্র।

অন্যদিকে, রোহিঙ্গা ইশ্যুতে মায়ানমারের পাশে থাকার কথা জানিয়েছে চিন। সেদেশের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, সব দেশের নিজের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার অধিকার রয়েছে। মায়ানমার সরকারের সাম্প্রতিক উদ্যোগকে সেই প্রেক্ষাপটেই বিবেচনা করা জরুরি। তাই গত আগস্ট মাস থেকে রোহিঙ্গা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যে সেনা অভিযান চলছে তাকে সমর্থন করছে বেজিং। কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, দুই মাস ধরে ডোকা লা নিয়ে স্নায়ু যুদ্ধ চালানোর পর মায়ানমারের প্রসঙ্গে

উদ্‌বাস্তুদের নিয়ে কারও পরামর্শ চায়নি দিল্লি ঃ রিজিজু

ভারত-চিনের সাম্প্রতিক সহাবস্থান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ভারত চিরকালই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির বিরোধিতায় সরব। দেশের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে সক্রিয় জঙ্গিদের বিরুদ্ধে মায়ানমারের সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে দিল্লির। এছাড়া দীর্ঘ গণআন্দোলনের পর আং সান সু কি-র নেতৃত্বে আংশিকভাবে হলেও সেদেশের সরকারের মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী সু কি-র নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও তাই মায়ানমার সরকারের সমালোচনার ক্ষেত্রে মেপে পদক্ষেপ নিচ্ছে ভারত। আবার গত কয়েকদশক ধরে সেদেশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে চিনের। পূর্বতন জুন্টা সরকারের সঙ্গেও বেজিংয়ের ঘনিষ্ঠতা সর্বজন বিদিত। এই পরিস্থিতিতে মায়ানামারকে চিনের সমর্থন অস্বাভাবিক নয় বলেই মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

রোহিঙ্গাদের সাহায্যের আশ্বাস হাসিনার

ঢাকা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ রোহিঙ্গাদের উপর যে ‘বর্বর’ অত্যাচার হয়েছে, তা মেনে নেওয়া যায় না। মঙ্গলবার কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শিবিরে গিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রোহিঙ্গা শিশুদের মুখে নির্যাতনের কথা শুনে এদিন হাসিনার দু-চোখ জলে ভরে ওঠে। তিনি রোহিঙ্গা উদ্‌বাস্তুদের সমস্তরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। মঙ্গলবার সকালে কক্সবাজারের সীমান্তবর্তী শহর উখিয়ার কুতুপালংয়ে রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শনে যান শেখ হাসিনা। সেখানে উদ্‌বাস্তু রোহিঙ্গা শিশু, মহিলা ও স্বজনহারাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। তাদের উপর বর্বর নির্যাতনের ঘটনাকে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করে হাসিনা বলেন, ‘৭১-এ পাকিস্তানি হানাদাররা আমাদের উপর এভাবেই নির্যাতন চালিয়েছিল। তাই স্বজনহারা, দেশছাড়া রোহিঙ্গাদের যাতে কোনো কষ্ট না হয়, সেদিকে সকলকে নজর দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। রোহিঙ্গাদের সাহায্যের জন্য ইতিমধ্যে একটি কোর কমিটি গঠন করেছেন তিনি। এদিন হাসিনা বলেন, ‘১৬ কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশ। এদের সকলের খাদ্য, নিরাপত্তা যখন নিশ্চিত করতে পারছি তখন আরও ৫-৭ লক্ষ মানুষকেও খেতে দিতে পারব।’

কেন আগেই গ্রেফতার হল না হানিপ্রীত, চুল ছিঁড়ছে পুলিশ

চণ্ডীগড়, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ নাগালে থাকা সত্ত্বেও কেন যে ডেরা সাচা সৌদার অন্যতম প্রধান পান্ডা হানিপ্রীত ইনসানকে গ্রেফতার করা হল না, সেই আক্ষেপে এখন মাথার চুল ছেঁড়ার দশা হরিয়ানা পুলিশের। জোড়া ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ বাবার সঙ্গেই সেঁটে ছিল ‘পাপা কি পরি’ হানিপ্রীত। জেলের কুঠুরিতে বাবার সঙ্গে থাকতেও চেয়েছিল সে। এরপরই সে অন্তর্হিত হয়। আর তার টিকি ছুঁতে পারেনি পুলিশ। গত ১ সেপ্টেম্বরেই হানিপ্রীতের খোঁজে লুক আউট নোটিশ জারি করা হয়। খবর আসে, সে হয়তো উত্তরপ্রদেশের প্রায় ৬০০ কিলোমিটার লম্বা সীমান্তের ফাঁকফোকর দিয়ে নেপালে পালিয়ে গিয়েছে। হানিপ্রীতকে ধরতে ভারত-নেপাল সীমান্তে তল্লাশি ও নজরদারি বাড়ানোর অনুরোধ করা হয় সশস্ত্র সীমা বলকে। সীমান্তবর্তী পিলভিট, শ্রবস্তি, বলরামপুর, সিদ্ধার্থনগর, মহারাজগঞ্জ, লখিমপুর খেরি এবং বারাইচ জেলায় তল্লাশি শুরু হয়। বিশেষ কূটনৈতিক চ্যানেল মারফত সাহায্য চাওয়া হয় নেপাল সরকারেরও। খোঁজ মেলেনি হানিপ্রীতের। শাজাহানপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঘনশ্যাম চৌরাসিয়া বলছিলেন, অপরাধ ঘটার আগে পর্যন্ত পুলিশ কিছু বুঝতে পারে না। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে তাদের। হানিপ্রীতের ক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই হয়েছে। হানিপ্রীতকে জেরা করতে পারলে ডেরা সাচা সম্পর্কে অনেক গোপন তথ্য পাওয়া যেত। এখন তাকে কোথায় পাওয়া যাবে, আদৌ তাকে আর ধরা যাবে কি না, তা নিয়ে ঘোর সংশয়ে রয়েছেন হরিয়ানা পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা।

এদিকে এদিনও ডেরা সাচা এবং রাম রহিম বাবা সম্পর্কে আরও গুপ্তকথা ফাঁস হয়েছে। যেমন, গুরমিত এবং তাঁর পালিতা কন্যার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমাপরিসীমা ছিল না। অক্ষয় কুমারের সঙ্গে হানিপ্রীতকে জুড়ে সিনেমা বানাতে চেয়েছিলেন গুরমিত। এর জন্য ঢেলেছিলেন বিপুল অঙ্কের টাকাও। কেন, না হানিপ্রীত চেয়েছিলেন তাঁর আইডল অক্ষয় কুমারের সঙ্গে ছবি করতে। পলাতক হানিপ্রীত সম্পর্কে এই তথ্য দিয়েছেন তাঁরই এক আত্মীয়। তিনি জানান, হানিপ্রীতের ইচ্ছাপূরণের জন্য অক্ষয়কে ফোন করে সিরসার আশ্রমে ডেকে পাঠান গুরমিত। ধর্মগুরুর সঙ্গে দেখাও করেন অক্ষয়। প্রথমে রাজি না হলেও পরে অজ্ঞাত কোনো কারণে হানিপ্রীতের নায়ক হতে সম্মতি দেন ‘মিস্টার খিলাড়ি’। অন্যদিকে জানা গিয়েছে, সেখানে যথেচ্ছ অবৈধ গর্ভপাতও হত। এ বিষয়ে প্রচুর তথ্যপ্রমাণ হাতে এসেছে পঞ্জাব পুলিশের। গর্ভপাতের নিয়মকানুন কিছুই মানা হত না বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। বহু গর্ভপাতের নথি পর্যন্ত নেই বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার হরিয়ানার জনসংযোগ দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর সতীশ মেহেরা জানিয়েছেন, ডেরার হাসপাতালে নিয়মানুগ কাজের চেয়ে বেআইনি কাজই বেশি হত। আপাতত ফরেন্সিক কর্তাদের দিয়ে পরীক্ষা ও তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

নিখোঁজ অমিত

আমেদাবাদ, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ ২০০২-এ নারোদা পাতিয়া গণহত্যা মামলায় অভিযুক্ত গুজরাটের প্রাক্তন মন্ত্রী মায়া কোদনানি বিজেপি সভাপতি অমিত শা-র ঠিকানাই খুঁজে পাচ্ছেন না। সেকারণে তাঁকে আদালতের সমন পাঠাতে পারেননি তিনি। আজ বিশেষ আদালতে একথা জানান কোদনানির আইনজীবী অমিত প্যাটেল। তিনি জানান, অমিত শা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। তাই উনি এখন আর আমেদাবাদে থাকেন না। সূত্রের খবর, না জানিয়ে সাক্ষী হিসেবে তাঁর নাম ঢোকানোয় মায়ার উপর ক্ষুব্ধ অমিত।

উত্তরবঙ্গের একমাত্র বিশ্বস্ত ক্লিনিক আনন্দ হার্বাল
সমস্ত পুরাতন ও জটিল সেক্স সমস্যার- সহবাসে অক্ষমতা, স্বপ্নদোষ, ক্ষুদ্রলিঙ্গ, ধাতুপাতলা, শীঘ্রপতন, অর্শ-নালি ঘা, বাতরোগ-১০০% গ্যারান্টী সুচিকিৎসা
৭০ বছরেও ভরপুর যৌবন শক্তি-সেই আগের মত
No side Effect American লিঙ্গ বর্ধক যন্ত্র 7-10 30-40
আনন্দ হার্বাল
7479334069/ 8158817822

India No.1 সুপার SEX স্পেশালিস্ট ক্লিনিক
100% গ্যারান্টি
সহবাসে অক্ষমতা শীঘ্রপতন
আস্থা আয়ুর্বেদ™
9564639095, 0353-2510099

ডাঃ সুপ্রকাশ কুণ্ডু
যৌন সমস্যার ১০০% সুচিকিৎসা
স্থান: আত্রেয় আয়ুর্বেদ
তেঁতুলতলা মোড়, বিশ্বসিংহ রোড, কোচবিহার
☎98324 40355 / 03582 226995
ফোনে যোগাযোগ করে আসুন

ENGAGEMENT OF PARA-MEDICAL STAFF ON CONTRACT BASIS AGAINST VACANCIES EXISTING IN PARA-MEDICAL CATEGORY OF NORTHEAST FRONTIER RAILWAY, MALIGAON & ITS DIVISIONS- THROUGH WALK-IN INTERVIEW

It has been decided to **conduct “Walk-in-interview”** for filling up the following vacant posts of Para-Medical Staff in this Railway by engaging suitable candidates, **purely on contract basis**. The engagement will be on a full time basis on fixed consolidated monthly remuneration for a period not exceeding **30-06-2018 (i.e. the validity of the scheme)** or **appointment/availability of regularly selected candidates from Railway Recruitment Board/ or availability of regular railway employee whichever is earlier. (A) The details of vacancies for full time engagement on contract basis at Central Hospital and Divisional Hospital of N. F. Railway are indicated below: -**

(a) Tinsukia Division, N. F. Railway (Walk-in-Interview shall be conducted by Division.)

SN	Category	Total Vacancy	Community-wise Break-up SC	ST	OBC	UR	Remuneration per Month	Date & Time	Venue of walk-in-interview
1	Staff Nurse	7	01	-	03	03	₹. 21190/-	10-10-2017 at 10:00 hrs.	CMS Office Dibrugarh Railway Hospital
2	Health & Malaria Inspector-III	4	01	-	01	02	₹. 20570/-		
3	Pharmacist-III	1	-	-	-	01	₹. 12190/-		
4	Radiographer	1	-	-	-	01	₹. 12190/-		
5	Jr.Field Worker	1	-	-	-	01	₹. 10820/-		
6	Extension Educator	1	-	-	-	01	₹. 20570/-		

(b) Lumding Division, N. F. Railway (Walk-in-Interview shall be conducted by Division.)

SN	Category	Total Vacancy	Community-wise Break-up SC	ST	OBC	UR	Remuneration per Month	Date & Time	Venue of walk-in-interview
1	Staff Nurse	3	-	-	01	02	₹. 21190/-	10-10-2017 at 10:00 hrs.	CMS Office Lumding Railway Hospital
2	Health & Malaria Inspector-III	6	01	-	01	04	₹. 20570/-		
3	Pharmacist-III	4	01	-	01	02	₹. 12190/-		
4	Physiotherapist	1	-	-	-	01	₹. 20570/-		
5	Radiographer	1	-	-	-	01	₹. 12190/-		

(c) Central Hospital, N.F.Railway, Maligaon (Walk-in-Interview shall be conducted by Head Quarter.)

SN	Category	Total Vacancy	Community-wise Break-up SC	ST	OBC	UR	Remuneration per Month	Date & Time	Venue of walk-in-interview
1	Staff Nurse	7	01	01	02	03	₹. 21190/-	10-10-2017 at 10:00 hrs.	MD’s office Central Hospital Maligaon, Guwahati
2	Health & Malaria Inspector-III	3	01	-	01	01	₹. 20570/-		
3	Pharmacist	3	-	-	01	02	₹. 12190/-		
4	Extension Educator	1	-	-	-	01	₹. 20570/-		

(d) Rangiya Division, N. F. Railway (Walk-in-Interview shall be conducted by Division.)

SN	Category	Total Vacancy	Community-wise Break-up SC	ST	OBC	UR	Remuneration per Month	Date & Time	Venue of walk-in-interview
1	Staff Nurse	9	01	01	-	07	₹. 21190/-	10-10-2017 at 10:00 hrs.	CMS Office Rangiya Railway Hospital
2	Health & Malaria Inspector-III	2	-	-	-	02	₹. 20570/-		
3	Pharmacist	2	-	01	-	01	₹. 12190/-		
4	Lab Superintendent	1	-	-	-	01	₹. 20570/-		

(e) Alipurduar Division, N. F. Railway (Walk-in-Interview shall be conducted by Division.)

SN	Category	Total Vacancy	Community-wise Break-up SC	ST	OBC	UR	Remuneration per Month	Date & Time	Venue of walk-in-interview
1	Staff Nurse	4	-	01	01	02	₹. 21190/-	10-10-2017 at 10:00 hrs.	CMS Office Alipurduar Railway Hospital
2	Radiographer	1	-	-	-	01	₹. 12190/-		

(f) Katihar Division, N. F. Railway (Walk-in-Interview shall be conducted by Division.)

SN	Category	Total Vacancy	Community-wise Break-up SC	ST	OBC	UR	Remuneration per Month	Date & Time	Venue of walk-in-interview
1	Staff Nurse	7	01	-	02	04	₹. 21190/-	10-10-2017 at 10:00 hrs.	CMS Office Katihar Railway Hospital
2	Pharmacist	2	-	-	01	01	₹. 12190/-		
3	Jr.Field Worker	1	-	-	-	01	₹. 10820/-		
4	Extension Educator	1	-	-	-	01	₹. 20570/-		
5	Lab Superintendent	1	-	-	-	01	₹. 20570/-		

NOTE: (1) For details candidates may log on to www.nfr.indianrailways.gov.in (General Infor ⟶ Department ⟶ Personnel ⟶ Walk-in-interview).

General Manager (P)/Maligaon

NORTHEAST FRONTIER RAILWAY